এসো সুন্দর জীবন গড়ি

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রফেসর ড. ইউসুফ এম ইসলাম

অনুবাদ
নাজিয়া নিশাত

সহযোগিতায়
আহমেদ শামসুল ইসলাম
মো. নজরুল ইসলাম
আলিজা ইসলাম

সম্পাদনায়
নীলুফার ইয়াসমীন

APL
Academia Publishing House Ltd

Academia Publishing House Ltd

এসো সুন্দর জীবন গড়ি (দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রফেসর ড. ইউসুফ এম ইসলাম

গ্রন্থস্বত্ব ©

এপিএল ২০২৪

প্রকাশক

একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)

প্রকাশকাল

জানুয়ারি ২০২৪

প্রচ্ছদ

আব্দুল্লাহ আল মারুফ

Contacts

Academia Publisheing House Ltd. (APL)

253/254, Concord Emporium Shopping Complex

Kataban, Elephant Road, Dhaka-1205, Bangladesh

ISBN

978-984-35-5716-2

সূচি

অগ্রগতির প্রতিবেদন ০৫

ভূমিকা ০৭

প্রথম অধ্যায়
সৃষ্টির চক্র ০৮

দ্বিতীয় অধ্যায়
তোমার জন্য তৈরি ১০

তৃতীয় অধ্যায়
তোমাকে দেওয়া বৈচিত্র্য ১২

চতুর্থ অধ্যায়
তুমি কি আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ? ১৪

পঞ্চম অধ্যায়
আমরা যা কিছু করি সবকিছুতেই সাফল্য পেতে কি আল্লাহ্‌র সহায়তা দরকার? ১৬

ষষ্ঠ অধ্যায়
নিজেকে 'সালাতের' জন্য প্রস্তুত করা ১৮

সপ্তম অধ্যায়
আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের অনুমতি পাওয়া ২০

অষ্টম অধ্যায়
আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা ২২

নবম অধ্যায়
পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন শরীর ২৪

দশম অধ্যায়
পরিচ্ছন্নতা ২৬

একাদশ অধ্যায়
বাবা-মা এবং শিক্ষক ২৮

দ্বাদশ অধ্যায়
শেখার প্রতিবন্ধক ৩০

ত্রয়োদশ অধ্যায়
জগৎসমূহের অধিপতির কাছে প্রার্থনা করা ৩২

চতুর্দশ অধ্যায়
অন্য মানুষের সাথে আচরণ ৩৪

পঞ্চদশ অধ্যায়
নকল ও প্রতারণা করা ৩৬

ষষ্ঠদশ অধ্যায়
নিজের চেষ্টার ফল ৩৮

অগ্রগতির প্রতিবেদন

অধ্যায়	নম্বর	অধ্যায়	প্রাপ্ত নম্বর	তারিখ	শ্রেণিশিক্ষকের স্বাক্ষর
১	২৫				
২	৩৪				
৩	২৯				
৪	২১				
৫	২৬				
৬	৩৪				
৭	২৭				
৮	২৩				
৯	৩১				
১০	৫১				
১১	২৬				
১২	২৩				
১৩	১৭				
১৪	২১				
১৫	১০				
১৬	৩০				

অভিভাবকের স্বাক্ষর

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

ভূমিকা

‘এসো সুন্দর জীবন গড়ি’ বইটি চারটি খণ্ডে শিশু-শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে রচিত হয়েছে। প্রতিটি খণ্ডে ১৬টি করে অধ্যায় রয়েছে, যা থেকে প্রতি স্কুলকোয়ার্টার-এ চারটি অধ্যায় পড়ানো সম্ভব। সপ্তাহে ৪০ মিনিটের ক্লাস হবে একটি অধ্যায়ের ওপর। শিক্ষক পরবর্তী ক্লাসে বাড়ির কাজ-এর সঠিক উত্তরসমূহ নিয়ে আলোচনা করবেন। এরপর শিক্ষক ১০ মিনিটের একটি পরীক্ষা নিবেন। শিক্ষকের আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাজ নিজেরাই যাচাই করবে। প্রথম ১৫ মিনিট শিক্ষার্থীরা জোড়ায় জোড়ায় বসে একে অপরের বাড়ির কাজ যাচাই করবে। প্রতি স্কুল কোয়ার্টার-এ আটটি ক্লাস প্রয়োজন। সপ্তাহের প্রত্যেক ক্লাসে একটি অধ্যায় পড়ানোর পর পরবর্তী সপ্তাহের ক্লাসে পরীক্ষা নেওয়া এবং বাড়ির কাজ যাচাই করা হবে। শিক্ষক প্রতি পরীক্ষার প্রশ্ন এবং মডেল উত্তর তৈরি করবেন। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ১ নম্বর করে নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষার্থীকে বুঝতে হবে কেন তারা প্রত্যাশিত নম্বর লাভ করতে পারলো না। শিক্ষক ক্লাসরুম ঘুরে ঘুরে যেকোনো ছাত্র-ছাত্রীর খাতা পরীক্ষা করে কোন জায়গায় সে নম্বর কম পাচ্ছে তা বুঝিয়ে দিবেন। শিক্ষকের কাজ শিক্ষার্থীদের ধারণা পরিষ্কার করে দেওয়া।

এই বইয়ের পাঠ্যবিষয় এমনভাবে তৈরি, যাতে ছোটরা জীবনটাকে আল্লাহর অনবদ্য সৃষ্টি এবং ইসলামকে ঐ জীবনের বিধিবিধান হিসেবে বুঝতে ও আপন করে নিতে পারে। শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে ছোটদের প্রশ্ন করতে এবং এর মাধ্যমে চিন্তা করতে উৎসাহিত করা। শিক্ষার্থীরা যাতে সঠিক উপসংহারে পৌঁছতে পারে এবং সঠিক যুক্তিতে উপনীত হয় সেজন্য শিক্ষকের সাহায্য প্রয়োজন। শিক্ষক কখনই তাৎক্ষণিক সমাধান দিয়ে দিবেন না। শিক্ষার্থীরা আগে সমাধানের চেষ্টা করার পর শিক্ষক উত্তর দিতে পারেন। যে অধ্যায় পড়ানো হবে শিক্ষক সেই অধ্যায়ের প্রস্তুতি পূর্বেই নিয়ে রাখবেন। আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তুসমূহ আগেই লিখে রাখতে পারেন। শিক্ষক নিজেকে প্রস্তুত রাখবেন, যাতে দৈনন্দিন জীবনের সাথে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবিষয়ের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে এবং শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যবিষয় আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। শিক্ষক সঠিক উত্তরের রূপক উদাহরণ ব্যবহার করে উপস্থাপন করবেন, যাতে ছোটরা চিন্তা করতে শিখে।

প্রতি অধ্যায়ে বিষয়, কাজ, ক্লাসের আলোচনা, প্রশ্ন, বাড়ির কাজ থাকবে। শিক্ষক পাঠ্যবিষয় আলোচনার মাধ্যমে ক্লাস শুরু করবেন। আলোচনাটি এভাবে প্রশ্ন দিয়ে শুরু হতে পারে – এই পাঠ্যবিষয়টিতে কী বোঝানো হয়েছে? ছোটরা আলোচনা করার পর তাদের প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে। প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং কাজগুলো সম্পন্ন করার পর খাতাগুলো শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাহায্যে যাচাই করে নিজেরাই মূল্যায়ন করবে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের নম্বর দেওয়ার আগে শিক্ষক প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর এবং কাজ সম্পর্কে আলোচনা করবেন। শিক্ষক নম্বরগুলো বইয়ের শুরুতে দেওয়া অগ্রগতির প্রতিবেদনে যোগ করে লিখবেন এবং তারিখসহ স্বাক্ষর দিবেন। পরবর্তী ক্লাসের শুরুতে বাড়ির কাজগুলো একই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের দ্বারা যাচাই করাবেন।

বইটি লিখতে যেয়ে আমি যে আনন্দ পেয়েছি আশা করি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরাও সেরকম আনন্দ অনুভব করবেন। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথে চলার ক্ষমতা দান করুন।

ইউসুফ মাহবুবুল ইসলাম
ঢাকা, জানুয়ারি ২০২৪

প্রথম অধ্যায়

সৃষ্টির চক্র

নম্বর

প্রশ্ন : তুমি কি ভাত খাও? □ হ্যাঁ □ না (১)

গতকাল তুমি কতগুলো ভাতের দানা খেয়েছো বলতে পারো কি? □ ১০০ □ ১,০০০ □ ১০,০০০ □ ৫০,০০০ (১)

ক্লাসে আলোচনা» যে ভাতগুলো তুমি খেয়েছিলে তা কি বিশেষভাবে তোমার জন্যই তৈরি করা হয়েছিল?

নিচের বাক্যগুলোতে গোল দাগ দাও, যেগুলো তোমার টেবিলের খাবারের সাথে সম্পর্কিত। (১৪)

এবার ডানের ছকে বাক্যগুলো সাজিয়ে লেখ:

ধানের বীজ সংগ্রহ করা _____

দোকান থেকে চাল কেনা _____

ভাত খাওয়া _____

ভাত রান্না করা _____

ধান থেকে চাল আলাদা করা _____

ধানের বীজ বপন করা _____

চারাগাছে পানি দেওয়া _____

ধানের বীজ সৃষ্টি করা _____

বীজে পানি দেওয়া _____

খাওয়ার টেবিলে ভাতের বাটি রাখা _____

টাকা উপার্জন করা _____

বীজ থেকে চারাগাছগুলো বড় করা _____

ধান পাকলে ফসল তোলা _____

দোকানদারের কাছে চাল বিক্রয় করা _____

প্রশ্ন: ভাত এবং অন্য খাবারগুলো তোমাকে কী করতে সাহায্য করে? (৩)

_____ , _____ ,_____

আল্লাহ তোমার বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন রকম খাবার এবং খাবারের দানা দিয়েছেন। খাবার তোমাকে বড় ও শক্তিশালী হতে এবং কাজে শক্তি জোগাতে সাহায্য করে। বছরকয়েক আগে তোমার বাবা-মা তোমার বয়সের ছিল। একসময় আমরা সবাই ছোট শিশু ছিলাম। আমরা বড় হই এবং একজন পরিণত মানুষ হয়ে তা আমরা উপভোগ করি।

বাড়ির কাজ» আয়াত ৫১:৫৮, ৬৭:২১ এবং ২২:৫ এর অর্থ খাতায় তোলো। তোমার বাবা অথবা মাকে প্রতি আয়াতের অর্থ তোমাকে বুঝিয়ে দিতে বলো। একটি টীকা লেখ: কমপক্ষে তিনটি বিষয় লেখ, যা আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন। কেন এ বিষয়গুলো তোমার কাছে আনন্দদায়ক তা লেখ। (৬)

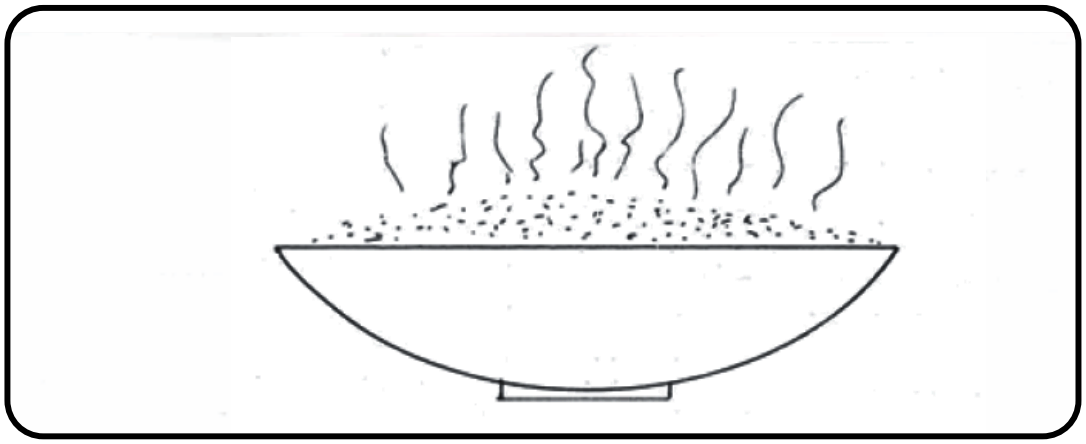

চিত্র: ২.১.১ খাওয়ার জন্য রান্না করা এক বাটি ভাত।

চিত্র: ২.১.২ আমিরা এবং আসিলের মা ও বাবা ।

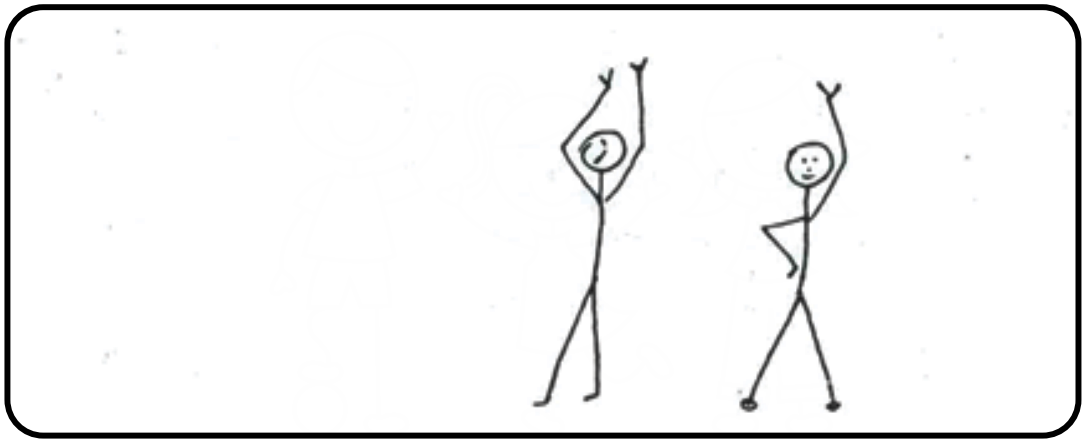

চিত্র: ২.১.৩ আমি এবং আমার বন্ধুরা।